বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার ৬৫.৫%, দুই বৎসরে বৃদ্ধি ৭ ভাগ

MAR. 2001

সারাদেশে ১৫ বৎসর হতে তদূর্ধ্ব সাক্ষরতার হার ৫৮ দশমিক ২০ এবং ৭ বৎসর হতে তদূর্ধ্ব সাক্ষরতার হার ৬৫ দশমিক ৫। ২ বৎসরের মধ্যে সার্বিক সাক্ষরতার হার শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্প্রতি শিশু শিক্ষা ও সাক্ষরতা জরীপ ১৯৯৯ প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরীবীক্ষণ ইউনিট-বেনবেইস আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র রায়, প্রাথমিক গণশিক্ষা সচিব আব্দুল মতিন খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ইউ এন ডি পি'র প্রতিনিধি হেনা মুখার্জি, ইউনেস্কোর পরিচালক আনসার আলী খান, গোপাল চন্দ্র সেন, প্রফেসর আব্দুর রশিদ, প্রফেসর আব্দুস সালাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব ডঃ সা'দত হোসাইন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য তিনি শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, নীতি নির্ধারকসহ সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

জরীপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সারাদেশে শিশু (৬-১০) ভর্তির গ্রস হার ৯৫ দশমিক ৭৬। বালিকা ভর্তির (৬-১০) গ্রস হার ৯৫ দশমিক ২২। অন্যদিকে শিশু ভর্তির নেট হার ৮৬ দশমিক ৪ এবং বালিকা ভর্তির নেট হার ৮৫ দশমিক ৯২। সর্বোচ্চ নেট ভর্তির হার ৯৮ দশমিক ৮০-ঝালকাঠির রাজাপুরে। সর্বোচ্চ গ্রস ভর্তির হার ১৪০ দশমিক ৮৩-কুড়িগ্রামের ফুলবাড়িতে। সর্বনিম্ন নেট ভর্তির হার ৪৪ দশমিক ৯০-কক্সবাজারের টেকনাফে। সর্বনিম্ন গ্রস ভর্তির হার ৫৮ দশমিক ৮৩-কিশোরগঞ্জের ইটনায়। সর্বোচ্চ বয়স্ক (১৫ বৎসর+) শিক্ষার হার ৮৯ দশমিক ১৯-ঢাকার মিরপুরে। সর্বোচ্চ সার্বিক (৭ বৎসর+) শিক্ষার হার ৮৯ দশমিক ৯০-ঢাকার ডেমরা, তেজগাঁও, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর ও গাইবান্ধার সাদুল্যাপুরে। সর্বনিম্ন বয়স্ক (১৫ বৎসর+) শিক্ষার হার ২০ দশমিক ৩০-কিশোরগঞ্জের নিকলিতে। সর্বনিম্ন সার্বিক (৭ বৎসর+) শিক্ষার হার ২৫ দশমিক ৮০-কিশোরগঞ্জে। ❑

শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন ভিত্তিক একমাত্র নিয়মিত পত্রিকা
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
বর্ষ ১৮ ○ সংখ্যা ১১ ○ মার্চ- ২০০১